মানব পাচার অপরাধ ও অপরাধের শিকার
ব্যক্তি শনাক্তকরণ নির্দেশিকা

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্দেশনাবলী

- জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মানব পাচার অপরাধ দমন ও ভিকটিম চিহ্নিতকরণ নির্দেশিকাটি প্রস্তুত করেছে যা জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থার ৫ম সভায় চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- মানব পাচারের অপরাধ ও ভিকটিম সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে যা অভিযোগকারী/ভিকটিমের সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধটি মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২-এর ধারা ৩-এর অধীনে সংঘটিত হয়েছে কি না সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে এবং ঘটে যাওয়া মানব পাচার অপরাধের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাপারে সংগ্রহযোগ্য তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহে একটি নির্দেশনা পেতে সহায়তা করবে।

- অভিযোগকারী/ভিকটিমের বক্তব্য অনুযায়ী এই নির্দেশিকার “প্রথম অংশ: তথ্য সংগ্রহ”-এর তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে, তারপর তথ্য সংগ্রহকারী নির্দেশিকার “দ্বিতীয় অংশ: মূল্যায়ন”-এ প্রদত্ত তিনটি প্রশ্নে টিক চিহ্ন প্রদান করবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের ক্ষেত্রেই যদি ন্যূনতম একটি করে টিক চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহলে অপরাধটি একটি মানব পাচার অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানব পাচার অপরাধগুলিতে মূলত ৬ টি পর্যায় বিদ্যমান থাকে। ১. সংগ্রহ (Recruitment), ২. পরিবহণ/স্থানান্তর (Transportation), ৩. গন্তব্যস্থল (Destination), ৪. শোষণ/নিপীড়ন (Exploitation/ Oppression), ৫. উদ্ধার (Rescue), ৬. প্রত্যাবাসন/বাড়ি ফিরে আসা (Repatriation)। এই নির্দেশিকাটি ব্যবহারের জন্য ভিকটিমকে মানব পাচার অপরাধের যে পর্যায় পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে শুধু সে পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

    - যদি ভিকটিম সংগ্রহ (Recruitment) পর্যায়ে উদ্ধার হয়ে যায় বা অন্য কোথাও শোষণ বা নিপীড়নের উদ্দেশ্যে স্থানান্তর না হয়ে থাকে তাহলে নির্দেশিকার পরবর্তী এই অংশগুলি - ২. পরিবহণ/স্থানান্তর (Transportation), ৩. গন্তব্যস্থল (Destination), ৪. শোষণ/নিপীড়ন (Exploitation/ Oppression), ৬. প্রত্যাবাসন/বাড়ি ফিরে আসা (Repatriation) - এর তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন নেই, তবে মানব পাচারের পরিস্থিতির শিকার হওয়ার পূর্বে ভিকটিম উদ্ধার হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত কর্তৃক শোষণ বা নিপীড়নের উদ্দেশ্যে ভিকটিমকে সংগ্রহ করার ঘটনাটি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

    - ভিকটিমকে যদি পরিবহণ/স্থানান্তর (Transportation) পর্যায়ে উদ্ধার করা হয়ে থাকে, তাহলে কেবল “গন্তব্যস্থল (Destination)” অংশটির তথ্য সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক নয়। যদি ভিকটিম কোনো ধরনের শোষণ বা নিপীড়নের শিকার হওয়ার পর উদ্ধার হন এবং পরবর্তী সময়ে বাড়ি ফিরে আসেন তাহলে পরবর্তী পর্যায়গুলোর যেমন : উদ্ধার (Rescue) এবং প্রত্যাবাসন/বাড়ি ফিরে আসা (Repatriation) পর্যন্ত তথ্য পূরণ করতে হবে।

- এই নির্দেশিকা অনুযায়ী একটি অপরাধ মানব পাচার হিসেবে চিহ্নিত না হলেও তা বাংলাদেশে বর্তমানে বলবৎ থাকা অন্য যেকোনো আইনের আওতায় অপরাধ হিসেবে প্রতীয়মান হলে সেখানে উক্ত আইনের আওতায় মামলা করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকবে না।

- পূরণকৃত নির্দেশিকাটি এজাহার বা পুলিশ রিপোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত করা যাবে না।

প্রথম অংশ ঃ তথ্য সংগ্রহ

অভিযোগকারীর ব্যক্তিগত তথ্য	
নাম ঃ	লিঙ্গ ঃ
স্বামীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ	জন্ম তারিখ ঃ
পিতার নাম ঃ	জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নম্বর ঃ
মাতার নাম ঃ	ফোন ঃ
বয়স ঃ	ঠিকানা ঃ
জাতীয়তা ঃ	

ভিকটিমের ব্যক্তিগত তথ্য (অভিযোগকারী এবং ভিকটিম যদি একই ব্যক্তি না হন)	
নাম ঃ	লিঙ্গ ঃ
স্বামীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ	জন্ম তারিখ ঃ
পিতার নাম ঃ	জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নম্বর ঃ
মাতার নাম ঃ	ফোন ঃ
বয়স ঃ	ঠিকানা ঃ
জাতীয়তা ঃ	

১. সংগ্রহ (RECRUITMENT)		
১	ভিকটিমকে সংগ্রহ করার ঘটনা কবে ঘটেছিল? (তারিখ, সময় এবং স্থান)	
২	ভিকটিমকে কোন ব্যক্তি সংগ্রহ করেছিল? তার সাথে ভিকটিম বা তার অভিভাবকের কীভাবে পরিচয় হয়েছিল/বা কীভাবে তার সংস্পর্শে এসেছিলেন? দয়া করে বিস্তারিত বলুন কে, কোথায়, কখন, কীভাবে?	
৩	ভিকটিম বা তার অভিভাবককে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা আর্থিক অথবা অন্য কোনো সুবিধা প্রদান করে (প্রতারণা/ছলনার মাধ্যমে) তাদের সম্মতি গ্রহণপূর্বক ভিকটিমকে সংগ্রহ করা হয়েছিল কি?	
৪	ভিকটিমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে এরকম কাউকে আর্থিক বা অন্য যেকোনো ধরনের সুবিধা প্রদান করে ভিকটিমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সংগ্রহ করা হয়েছিল কি? যদি হ্যাঁ হয়, কে, কখন, কোথায়, কীভাবে?	
৫	ভিকটিমকে কি তার এবং/অথবা তার অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রহ করা হয়েছিল? (ভয়ভীতি দেখিয়ে, বলপ্রয়োগ বা অপহরণ করে, তার কোনো অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে, নিজেদের ক্ষমতা/অবস্থান-এর অপব্যবহার করে, ইত্যাদি)। যদি হ্যাঁ হয়, কে, কখন, কোথায়, কীভাবে?	

২. পরিবহণ/স্থানান্তর (TRANSPORTATION)		
৬	ভিকটিমকে কি কোথাও পরিবহণ/স্থানান্তর করা হয়েছিল? হ্যাঁ হলে, ভিকটিমের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য কোথায় ছিল?	▪ বাংলাদেশের ভেতরে (এলাকা চিহ্নিত করুন): ▪ বাংলাদেশের বাইরে (দেশ ও এলাকা চিহ্নিত করুন):
৭	ভিকটিম তার বাড়ি/অবস্থান থেকে কখন বের হয়েছিলেন? (রওনা দেওয়ার স্থান, তারিখ, এবং সময়)	
৮	পরিবহণের মাধ্যম এবং পথগুলী বর্ণনা করুন (শহর, বন্দর, গ্রাম ও অন্যান্য এলাকা যা ভিকটিম পার করে এসেছেন এবং যে সকল যানবাহন ব্যবহার করেছেন)	

৯	ভিকটিম কত সময় ধরে ভ্রমণ করেছিলেন? (দিন এবং/অথবা ঘণ্টা)	
১০	ভ্রমণকালীন কেউ কি ভিকটিমের সাথে ছিল? হ্যাঁ হলে, দয়া করে ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন - তাদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, তার সাথে ভিকটিমের সম্পর্ক, ইত্যাদি।	
১১	ভ্রমণের খরচ কে বহন করেছিল? যদি ভিকটিম নিজেই কিংবা তার পরিবারের সদস্যগণ/আত্মীয়-স্বজন/বন্ধুবান্ধব কেউ ভ্রমণখরচ বহন করে থাকে, ঠিক কত টাকা দিতে হয়েছিল এবং কীভাবে?	
১২	ভ্রমণের জন্য ভিকটিমকে কী কী কাগজপত্র (ডকুমেন্টস) দেওয়া হয়েছিল? এবং সেগুলো কে জোগাড় করে দিয়েছিল?	
১৩	ভিকটিমের কাছে চাকরির কোনো চুক্তিপত্র ছিল? হ্যাঁ হলে, বিস্তারিত বলুন।	
১৪	ভ্রমণের জন্য ভিকটিমকে কীভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল? (বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া বা গ্রুমিং করা, ধরা পড়লে পুলিশ, বর্ডার গার্ড, ইমিগ্রেশন পুলিশ, ইত্যাদি - কে কী বলতে হবে তা শিখিয়ে দেওয়া, ইত্যাদি) অনুগ্রহ করে বিস্তারিত বলুন।	
১৫	ভিকটিম ভ্রমণকালীন সময়ে কোনো সীমান্ত পার হয়েছিলেন কি? হ্যাঁ হলে, অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন - কোন সীমান্ত পার হয়েছিলেন? কবে, কখন, এবং কীভাবে উক্ত সীমান্ত পার হয়েছিলেন? সীমান্ত পার হতে কে বা কারা সহায়তা করেছিল? সীমান্তে ভিকটিম কে বা কাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন? সীমান্ত পার হওয়ার আগে এবং/অথবা পরে কোথাও আশ্রয় নিয়েছিলেন কি না? কে বা কারা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিল? - ইত্যাদি।	
১৬	ভ্রমণের যে কোনো পর্যায়ে ভিকটিমের সাথে ভিকটিমের মতো আর কেউ (অন্য কোনো ভিকটিম) কি তাদের সাথে যুক্ত হয়েছিল? হ্যাঁ হলে বর্ণনা দিন - কে, কোথায়, কখন, এবং কীভাবে?	
১৭	ভিকটিম ভ্রমণকালীন সময়ে কোনো ধরনের শারীরিক এবং/অথবা মানসিক ক্ষতির/নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কি? হ্যাঁ হলে, কোথায়, কখন, কীভাবে, এবং কার দ্বারা?	

১৮	ভ্রমণকালীন সময়ে ভিকটিম কোনোভাবে শ্রম, যৌন বা অন্য যে কোনো ধরনের শোষণ বা নিপীড়নের শিকার হয়েছেন কি? হ্যাঁ হলে, কোথায়, কখন, কীভাবে, এবং কার দ্বারা?	
১৯	অনুগ্রহ করে ভ্রমণ সংক্রান্ত অন্য যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে বর্ণনা করুন, যেমন- ভ্রমণের সময় যেসব জায়গায় ভিকটিম বিশ্রাম নিয়েছিলেন অথবা ঘুমিয়েছিলেন, ভ্রমণের সময় তার থেকে জোরপূর্বক কিছু আদায় করা হয়েছিল কি না, ভ্রমণের এবং/অথবা সীমান্ত পার হওয়ার সময় কোনো ধরনের কাজ বা চাকরির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন কি না, ইত্যাদি।	

৩. গন্তব্যস্থল (DESTINATION)		
২০	ভিকটিম যাত্রার শেষে বাস্তবে কোথায় এসে পৌঁছায়? বর্ণনা করুন– দেশ, এলাকা এবং এটা তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য ছিল কি না?	
২১	ভিকটিম যে দলের সাথে ভ্রমণ করেছিলেন তাদের মধ্যে কতজন নিরাপদে পৌঁছাতে পেরেছিলেন? যারা পৌঁছাতে পারেননি তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল?	
২২	পৌঁছানোর পরপরই ভিকটিমকে কোথায় রাখা হয়েছিল? সেই জায়গার মালিক/নিয়ন্ত্রণকারী কে ছিল? বিস্তারিত বলুন।	
২৩	থাকার খরচ কে বহন করেছিল (ভিকটিম নিজে অথবা অন্য কেউ)? অন্য কেউ খরচ বহন করলে তার সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।	
২৪	ভিকটিম কি বন্দি ছিলেন অথবা তার কি বাইরে চলাচল নিয়ন্ত্রিত ছিল?	
২৫	কতক্ষণ পরপর ভিকটিমকে খাবার দেওয়া হতো?	
২৬	গন্তব্য দেশে পুলিশ কিংবা অন্যান্যদের হাতে ধরা পড়লে বা উদ্ধার হলে তাদেরকে কী বলার জন্য ভিকটিমকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল?	

৪. শোষণ/নিপীড়ন (EXPLOITATION/OPPRESSION)		
২৭	ভিকটিম গন্তব্য দেশে/জেলায়/এলাকায় কী কাজ/চাকরি করতেন? - বিস্তারিত বলুন।	
২৮	ভিকটিমকে যেই কাজ/চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছিল, তাকে গন্তব্যস্থলে নিয়ে গিয়ে ওই কাজ/চাকরিই দেওয়া হয়েছে কি না? - বিস্তারিত বলুন।	
২৯	কাজ/চাকরি করার জন্য ভিকটিমকে কি জোর বা বল-প্রয়োগ করা হয়েছিল? - বিস্তারিত বলুন	

৩০	ভিকটিমকে কি কখনো বিক্রি করা হয়েছিল? কে বিক্রি করেছিল? কার কাছে? - বিস্তারিত বলুন।	
৩১	ভিকটিমকে কি কখনও যৌন শোষণ বা নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল? - বিস্তারিত বলুন।	
৩২	ভিকটিমকে কি কখনও জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়েছিল? - বিস্তারিত বলুন।	
৩৩	দিনে কত ঘণ্টা কাজ করতে হতো?	
৩৪	ভিকটিমের কাজের পারিশ্রমিক কাকে দিতে হতো?	
৩৫	যদি ভিকটিম নিজেই পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন তাহলে পারিশ্রমিক হিসেবে কত টাকা পেতেন এবং কীভাবে পেতেন?	
৩৬	ভিকটিম অতিরিক্ত সময় কাজ করলে ওভারটাইমের টাকা পেতেন?	
৩৭	ভিকটিম কি কখনও পরিবারের কাছে টাকা পাঠাতে পেরেছেন? যদি পেরে থাকেন, তাহলে কত টাকা কতদিন অন্তর পাঠাতে পারতেন?	
৩৮	যদি ভিকটিম নিজেই পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন, তাহলে তার থেকে কত টাকা দালাল/নিয়োগকারী/ম্যানেজার/অন্যান্যদের দিতে হতো?	
৩৯	গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পর ভিকটিম কি তার পরিবারের সাথে বাধাহীনভাবে যোগাযোগ করতে পারত?	
৪০	শোষণের ক্ষেত্রে ভিকটিমকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো?	▪ খাবার খেতে না দেওয়া ▪ জীবননাশের হুমকি ▪ ভ্রমণের কাগজপত্র জব্দ করা ▪ পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের হুমকি ▪ চোখে চোখে রাখা ▪ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা ▪ চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা ▪ শারীরিক নির্যাতন ▪ যৌন নির্যাতন ▪ মাদক সেবনে বাধ্য করা ▪ পারিশ্রমিক হিসেবে প্রাপ্য টাকা পরিশোধ না করা ▪ অন্যান্য, দয়া করে নির্দিষ্ট করুন:
৪১	ভিকটিমের শরীর থেকে কোনো অঙ্গ/প্রত্যঙ্গ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল কি? হ্যাঁ হলে, বিস্তারিত বলুন।	
৪২	ভিকটিম কখনও পালানোর চেষ্টা করেছেন কি? হ্যাঁ হলে, কেন, কখন এবং কীভাবে?	

৫. উদ্ধার (RESCUE)		
৪৩	পালানোর/উদ্ধারের তারিখঃ	
৪৪	উদ্ধারের স্থান (দেশ এবং এলাকা নির্দিষ্ট করে বর্ণনা সহকারে বিস্তারিত বলুন)	
৪৫	ভিকটিম কীভাবে উদ্ধার হলেন? (উদ্ধারের সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্থার নাম ও ভুমিকা সহ বিস্তারিত বলুন)	
৪৬	কোন পর্যায়ে ভিকটিম উদ্ধার পেয়েছিলেন?	▪ গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে যখন ভিকটিমকে পরিবহণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ▪ গন্তব্যে পৌঁছানোর পরে কিন্তু তখনও ভিকটিমের উপর নির্যাতন অথবা শোষণ শুরু হয়নি ▪ গন্তব্যে পৌঁছানোর পরে, যখন ভিকটিমের উপর নির্যাতন/শোষণ চলছে

৬. প্রত্যাবাসন/বাড়ি ফিরে আসা (REPATRIATION/HOME RETURN)		
৪৭	উদ্ধার পাওয়ার পর অথবা পালানোর পর থেকে এখন কোথায় আছেন? (পরিবারে সাথে / আত্মীয়ের বাসায় / আশ্রয় কেন্দ্রে / জেলখানায় / ডিটেনশন সেন্টার)	
৪৮	কখন নিজের দেশে/বাড়িতে ফিরেছিলেন? (প্রত্যাবাসন/ডিপোর্টেশন/ফেরত আসার তারিখ)	
৪৯	ভিকটিম কীভাবে দেশে/বাড়িতে ফিরেছিলেন? প্রত্যাবাসন/বাড়ি ফিরে আসার সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্থার নাম ও ভুমিকা সহ বিস্তারিত বলুন।	
৫০	ভিকটিমের প্রত্যাবাসন/উদ্ধার/বাড়ি ফিরে আসা-সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র কি অভিযোগকারী বা ভিকটিমের কাছে আছে? থাকলে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।	
৫১	উদ্ধার-পরবর্তী সময়ে কোনো মামলা দায়ের করা হয়েছে কি না?	▪ দেশে মামলা হয়েছে (মামলা সম্পর্কিত তথ্য দিন): ▪ গন্তব্য দেশে মামলা হয়েছে (মামলা সম্পর্কিত তথ্য দিন):
৫২	গন্তব্য দেশে উদ্ধার-পরবর্তী সময়ে আদালতে/পুলিশের কাছে কোনো জবানবন্দি দিয়েছিলেন কি? হ্যাঁ হলে, বিস্তারিত বলুন।	

দ্বিতীয় অংশ ঃ মূল্যায়ন

প্রথম অংশে সংগ্রহকৃত তথ্যের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তরে টিক চিহ্ন দিতে হবে। যদি এই অংশের তিনটি প্রশ্নেই অন্তত একটি করে টিক (✓) পাওয়া যায়, তাহলে "মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২"- এর ধারা-৩ অনুযায়ী সংঘটিত অপরাধটি একটি মানব পাচার অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। ভিকটিমের বয়স ১৮ বছরের কম হলে ২ নং প্রশ্নটি (উপায়) বিবেচনার প্রয়োজন নেই, সেক্ষেত্রে কেবল ১ এবং ৩ নং প্রশ্নে টিক চিহ্ন দিতে হবে। নিম্নবর্ণীত শব্দগুলীর, যেমন : "মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি" বা "ভিকটিম", "আশ্রয় দেওয়া" বা "লুকিয়ে রাখা", "ঋণ দাসত্ব (Debt-bondage) ", "জবরদস্তিমূলক শ্রম বা সেবা", "দাসত্ব", "সার্ভিচিউট", "পতিতাবৃত্তি", "প্রতারণা", "বলপ্রয়োগ", ইত্যাদির সংজ্ঞা উক্ত আইনের ধারা ২ - এ লিপিবদ্ধ আছে।

১. (কার্যাবলি) ভিকটিমের বিরুদ্ধে কী কী কার্যাবলি সংঘটিত হয়েছিল?

ক. বিক্রয় বা ক্রয়
খ. সংগ্রহ বা গ্রহণ
গ. নির্বাসন বা স্থানান্তর
ঘ. চালান বা আটক করা বা লুকিয়ে রাখা বা আশ্রয় দেওয়া

২. (উপায়) ভিকটিমের বিরুদ্ধে কার্যাবলি কী উপায়ে সংঘটিত হয়েছিল?

ক. ভয়-ভীতি বা বলপ্রয়োগ করে
খ. প্রতারণার মাধ্যমে সম্মতি গ্রহণ করে অথবা না করে
গ. আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত বা অন্য কোনো অসহায়ত্বকে (vulnerability) কাজে লাগিয়ে
ঘ. অর্থ বা অন্য কোনো সুবিধা (benefits) লেনদেন-পূর্বক উক্ত ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করে

৩. (উদ্দেশ্য) ভিকটিমের বিরুদ্ধে তার সম্মতিক্রমে বা বিনা সম্মতিতে কৃত কার্যাবলীগুলী কি উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে?

ক. পতিতাবৃত্তি বা যৌন শোষণ বা নিপীড়নের মাধ্যমে শোষণ বা নিপীড়ন
খ. পতিতাবৃত্তি অথবা পর্নোগ্রাফি উৎপাদন বা বিতরণে নিয়োজিত করে মুনাফা ভোগ
গ. জবরদস্তিমূলক শ্রম বা সেবা আদায়
ঘ. ঋণ-দাসত্ব (debt-bondage), দাসত্ব বা সার্ভিচিউড্ (servitude), দাসত্বরূপ কর্মকাণ্ড বা গৃহস্থালিতে সার্ভিচিউড্;
ঙ. প্রতারণামূলক বিবাহের মাধ্যমে শোষণ বা নিপীড়ন
চ. জোরপূর্বক বিনোদন ব্যবসায় ব্যবহার
ছ. ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা
জ. ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হানি বা বিকলাঙ্গ করা
ঝ. অন্য কোনো শোষণ বা নিপীড়ন

তথ্য গ্রহণের তারিখ ঃ	
তথ্য গ্রহণকারী	**তথ্য প্রদানকারী**
নাম ঃ	নাম ঃ
স্বাক্ষর ঃ	স্বাক্ষর ঃ